গোল টেবিল বৈঠক

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন

পঞ্চম বৈঠক ঃ ২০ নভেম্বর ১৯৩০ সাল

দলিত শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন

ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ মাননীয় সভাপতি, এই সম্মেলনে দলিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বলতে উঠেছি। আমি এবং আমার সহযোগী রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন দলিতদের জন্য সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কিত এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছি। এই দৃষ্টিকোণ মোট চার কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের। ব্রিটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও এই দলিত শ্রেণীর লোকজন একটি আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত। মুসলমানদের থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশই কেবল নয়, তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। ভারতে এমন এমন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, সমাজে যাদের অবস্থান অনেক নীচুতে এবং অধস্তন স্তরের। কিন্তু ভারতের এই দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের পরিচিতি ও অবস্থান সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এক কথায় বলতে গেলে, ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে এইসব দলিত শ্রেণীর মানুষদের অবস্থান। সোজা কথায় বলতে গেলে, ক্রীতদাসের মনোভাব নিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের থেকে তাদের জীবন আরও দুঃসহ। কারণ ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ স্বীকৃত হলেও, দলিত শ্রেণীর এইসব লোক তা থেকেও বঞ্চিত। এক কথায় তারা অস্পৃশ্য, জনজীবন থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সমাজ-ব্যবস্থার কোনও সুযোগ-সুবিধাই তারা ভোগ করতে পারে না। মানুষ হিসাবে নাগরিক জীবনের সামান্যতম সুবিধাও তারা ভোগ করতে পারে না। আমি নিশ্চিত, এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ যাদের সংখ্যা ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার মতো বৃহৎ, তাদের সমাজে টিকে থাকার সংগ্রামে এমনভাবে পঙ্গু যা থেকে উত্তরণের

---

* গোল টেবিল বৈঠকের কার্যবিবরণী। প্রথম অধিবেশন, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশন শাখা, কলকাতা, ১৯৩১। পৃষ্ঠা ঃ ১২৩-২৯।

জন্য প্রয়োজন সঠিক সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে রাজনৈতিক সমাধান-ই একমাত্র পথ। এই সম্মেলনের শুরুতেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি খুব-ই আগ্রহী।

আমার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যত সংক্ষেপে সম্ভব, তুলে ধরতে চেষ্টা করব। ভারতে বর্তমানে যে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে, তার পরিবর্তন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই সরকার নির্বাচিত হবে জনগণের দ্বারা এবং কাজ করবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। দলিত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে কোনও কোনও মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। দেশে গোঁড়া হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে তাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে যে স্বেচ্ছাচার ও নির্যাতন চলে আসছিল, তার থেকে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকাকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষরা ভারতের হিন্দু-মুসলমান এবং শিখদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করে এ দেশে তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশরাও ভালভাবেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। দুইয়ের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের প্রতি দলিত শ্রেণীর মানুষদের এই পরিবর্তিত আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এই মানসিকতা পরিবর্তনের কারণ খোঁজার জন্য বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার কারণ এই নয় যে, দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা আমাদের ভাগ্যকে যুক্ত করতে চাইছি। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের সিদ্ধান্ত হল স্বাধীন সিদ্ধান্ত। আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি যে, একটি ভাল সরকারের যত গুণাবলি থাকা দরকার, বর্তমানে তার অনেকগুলির অভাব রয়েছে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে যখন আমরা ব্রিটিশ-ভারতের পূর্ববর্তী সময়ের আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র সময় চিহ্নিত হয়ে আছি। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কায়েম হওয়ার আগে সমাজে আমাদের অস্পৃশ্যতার জন্য জীবন ছিল দুর্বিষহ। তা দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কি কিছু করেছেন? ব্রিটিশদের আগে আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। এখন কি প্রবেশ করতে পারি? ব্রিটিশদের আগে আমরা পুলিশ বাহিনীতে চাকরি পেতাম না। ব্রিটিশ সরকার আমাদের কি সেই সুযোগ দিয়েছে? ব্রিটিশদের আগে সামরিক

বাহিনীতেও অমরা ছিলাম অচ্ছুৎ। এখন সে জীবিকা কি আমাদের জন্য উন্মুক্ত? এর কোনও প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব নেই। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশরা আমাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের জন্য অবশ্যই কিছু ভাল কাজ করেছে। আমরা তা স্বীকার করি। কিন্তু তাতে আমাদের পরিস্থিতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের কোনও বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার মূলগত কোনও পরিবর্তন না করে, যা ছিল তাই ঠিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। একজন চীনা দর্জি যেমন একটি পুরনো জামার নমুনা নিয়ে গর্বের সঙ্গে ঠিক সে রকম-ই তৈরী করে, ঠিক তেমনি আর কি। আমাদের সমাজে ক্ষত যা ছিল, তা রয়ে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একশত পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, তবুও ঐ ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা হয়নি।

ব্রিটিশ সরকারকে আমরা উদাসীনতা বা সহানুভূতিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত করছি না। যা আমরা দেখতে পাই তা হল, আমাদের সমস্যা মোকাবিলা করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। বিষয়টি যদি শুধুমাত্র উদাসীনতার ব্যাপার হত, তা হলে তা হত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিরাট পরিবর্তন আদৌ হত না। কিন্তু পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এটি কেবলমাত্র উদাসীনতার ব্যাপার নয়, বরং এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এটি অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দলিত শ্রেণীর মানুষদের অভিজ্ঞতা এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের মারাত্মক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমটি হচ্ছে, অভ্যন্তরীন ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা। ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, তাদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের মধ্য দিয়েই এগুলি প্রতিফলিত। এটা ঠিক নয় যে, তারা আমাদের এইসব ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না। তারা তা করে না, কারণ বিষয়গুলি তাদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের পরিপন্থী। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, এর ফলে বাইরে থেকে চাপ এবং প্রতিরোধ আসতে পারে। এই জন্যই ব্রিটিশ সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগে সীমিত নীতি গ্রহণ করেন। বছরের পর বছর ধরে যে সব সামাজিক কুপ্রথা দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং দলিত শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে অসহনীয়, ভারত সরকার সেগুলি দূর করার ব্যাপারে সজাগ। ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল যে, এদেশের ভূস্বামীরা জনতাকে শোষণ করছে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ দিচ্ছে না। তথাপি এটা খুব-ই বেদনাদায়ক বিষয় যে, সরকার ঐ সব ক্ষতিকর অবস্থা দূর করার ব্যাপারে কোনও চেষ্টা করেনি। কেন?

এর অর্থ এই কি যে, ঐগুলি দূর করার ব্যাপারে সরকারের কোনও আইনি ক্ষমতা নেই? না, তা নয়। সরকার এইসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না কারণ, বর্তমানে সমাজে যে ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক রীতি-নীতি প্রচলিত তার পরিবর্তন করলে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। এই ধরনের সরকারের কাছে ভাল কী আশা করা যেতে পারে? যে সরকার এই দুই প্রকার সীমাবদ্ধতার চলচ্ছক্তিহীন, সেখানে যা কিছু ভাল করার চেষ্টা হোক না কেন তা বাধা পাবেই। আমরা এমন এক সরকার চাই, যেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষ দেশের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করার জন্য ঐ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকবে। আমরা চাই এমন এক সরকার, যেখানে শাসন ক্ষমতার কর্তৃত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের জানতে হবে, সরকারের প্রতি আনুগত্য কোথায় শেষ হবে, কোথায় শুরু হবে প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিবর্তন আনতে ভীত হবে না। কারণ সামাজিক ন্যায় বিচার এবং তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য এর বিশেষভাবে প্রয়োজন। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কখন-ই এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র জনগণের কল্যাণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার-ই তা করতে পারে।

দলিত শ্রেণীর মানুষদের পক্ষ থেকে যে সব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এগুলি তার কয়েকটি এবং তাদের মতে, এই সব প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত অতএব, দলিত শ্রেণীর মানুষ এক অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে যে, ভারতে এই আমলাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যতই তার উদ্দেশ্য ভাল হোক না কেন, দলিতদের বিশেষ ধরনের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য কোনও সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না। আমরা মনে করি, আমরা নিজেরা এইসব অসুবিধা দূর করতে অন্যদের মতো সক্ষম নই যতক্ষণ না আমরা নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাচ্ছি, ততক্ষণ এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা থাকছে, ততদিন পর্যন্ত কোনও প্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ আমাদের হাতে আসতে পারে না। একমাত্র স্বরাজের মাধ্যমেই আমরা পেতে পারি এমন সংবিধান যাতে আমাদের নিজেদের হাতে পেতে পারি রাজনৈতিক ক্ষমতা। এ ছাড়া আমাদের মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

সভাপতি মহোদয়, একটি বিষয়ে আমি বিশেষ করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের কথা আপনার সমীপে পেশ করার জন্যই কিন্তু আমি অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) শব্দগুলি ব্যবহার করিনি। আমি বিষয়টি এড়িয়ে গেছি তার কারণ এই নয় যে,

আমি এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না অথবা এই বাদ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, দলিত শ্রেণীর মানুষরা ভারতের অধিরাজ্যের মর্যাদার বিরোধী। অধিরাজ্যের মর্যাদা শব্দগুলি ব্যবহার না করার পক্ষে আমার বড় কারণ এই যে, এই শব্দগুলির মধ্যে দলিত শ্রেণী কি চায়, সেই অর্থ পুরোপুরি বহন করে না। দলিত শ্রেণীর জনগণ তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অধিরাজ্য বলতে একটি প্রশ্ন, হ্যাঁ, মাত্র একটি প্রশ্নের ওপরেই গুরুত্ব দিতে চায়। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে, ভারতে কীভাবে এই অধিরাজ্য তার কাজকর্ম করবে? এর রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র-বিন্দু কোথায় হবে? কার কর্তৃত্বেই বা সেই ক্ষমতা থাকবে? দলিত শ্রেণীর মানুষ কি এই ক্ষমতার অংশীদার হবে? এই সমস্ত প্রশ্নই তাদের উদ্বেগের কারণ। এই শ্রেণীর মানুষ মনে করে, নতুন সংবিধানে রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি বিশেষভাবে প্রদত্ত না হয়, তা হলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার কোনওপ্রকার অংশীদার হবে না। এবং সংবিধানে ঐ ধরনের ক্ষমতার সংস্থান রাখতে হলে ভারতীয় সমাজ-জীবনের কতকগুলি বাস্তব দিকের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সমাজে জাতভেদ প্রথা এমন স্তরের যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষরা উচ্চবর্ণের মানুষদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। এই প্রথা চালু থাকার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে নি যা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও স্বীকার করে নিতে হবে যে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁরা আসেন সমাজের উচ্চস্তর থেকে। যদিও তাঁরা দেশের হয়ে কথা বলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করেন, তথাপি তাঁরা শ্রেণী-তারতম্যের ক্ষুদ্রতাবোধ ত্যাগ করতে পারেন নি। অন্যভাবে বলতে গেলে, দলিত শ্রেণীর মানুষরা যে বিষয়টির ওপর জোর দিতে চায় তা হল এই যে, রাজনৈতিক অধিযন্ত্রে এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা যে সমাজের জন্য সেই সমাজের মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। অন্যথায়, এমন এক সংবিধান তৈরি হতে পারে তা যতই সামঞ্জস্য পূর্ণ হোক না কেন, তা হবে বিকৃত এবং যে সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছে তার জন্য সম্পূর্ণ অনুপোযোগী।

এই বিষয়টির ওপর ইতি টানার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাই। আমাদের প্রায়-ই বলা হয়ে থাকে যে, দলিত শ্রেণীর মানুষদের সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা এবং রাজনীতি ছাড়া অন্য কোথাও এর সমাধান নিহিত। আমরা এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা মনে করি, এই